উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি

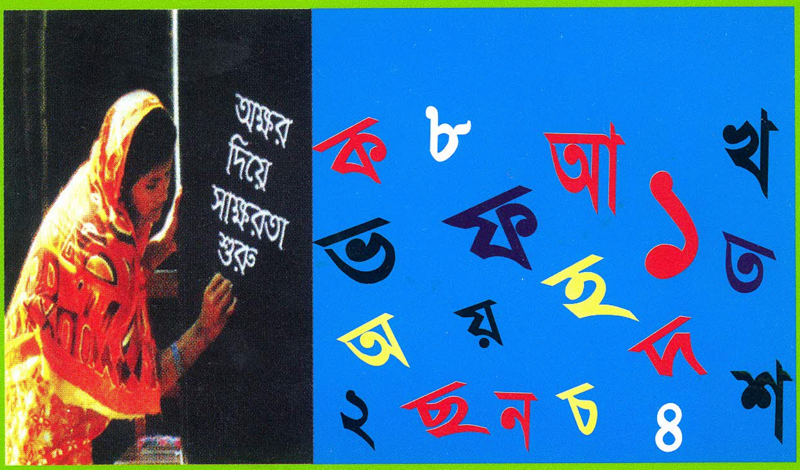

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (বি এন এফ ই)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য সরকার দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ। এ মহৎ সংকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমন্ডিত করতে হলে দেশের সকল নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তুলতে হবে। আমাদের দেশের বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার রেখাচিত্রে বয়স্ক নিরক্ষর সর্বাধিক। এদেরকে সাক্ষরতা দান করা শিশুদের সাক্ষর করার তুলনায় অনেক কঠিন। পাঠ্য বিষয় আকর্ষণীয় না করা গেলে তাদের সাক্ষর করে তোলা দুষ্কর। ব্যবহারিক সাক্ষরতা দান করতে হলে তাদের জন্য প্রণীত পুস্তকে বাস্তব জীবনের সমস্যা ও সমাধানের কথা থাকতে হবে। তারা যাতে দক্ষ নাগরিক হিসাবে উন্নততর জীবন যাপন করতে পারে, তার প্রয়োজনীয় উপকরণও সেখানে থাকতে হবে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এনজিও প্রতিনিধিগণের জ্ঞান ও মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রণীত হয়েছে।

ইংরেজিতে প্রণীত Non-Formal Education (NFE) Policy ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বসাধারণের নিকট আরও সহজবোধ্য করার প্রয়াসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতির বাংলা অনুবাদে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশেষতঃ সিনিয়র সহকারী প্রধান বেগম কুররাতুল আয়েন সফদার। তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এছাড়াও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, যাঁরা এই অনুবাদে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের কাজে লাগলে এ উদ্যোগ সার্থক হবে।

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
ভারপ্রাপ্ত সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
ক.	পটভূমি		
১।	সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং অঙ্গীকার		৩
২।	মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিত		৪
৩।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি এবং সাংগঠনিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ		৫
৪।	সংজ্ঞাসমূহ		৫
৫।	ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য		৬-৭
৬।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি		৭
৭।	গুণগত মান নিশ্চিতকরণ		৮
৮।	অন্যান্য কর্মসূচীর সঙ্গে সমন্বয় এবং সংযোগ স্থাপন		৮
৯।	স্থায়ীত্ব এবং স্থানীয় জনসাধারণের মালিকানাবোধ		৯
১০।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য এবং পরিচালনা-নীতিমালা		৯-১০
১১।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠনসমূহের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য		১০-১২
১২।	প্রস্তাবিত কাঠামোর মূল গঠন		১২
১৩।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বাস্তবায়ন কৌশল		১৩
১৪।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠনের (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো) পরিচালনা-কৌশল		১৩-১৫
১৫।	উপসংহার		১৫
১৬।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো	পরিশিষ্ট 'ক'	১৬
১৭।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পদসমূহ এবং তাদের বেতন কাঠামো	পরিশিষ্ট 'খ'	১৭
১৮।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের কর্মপরিধি	পরিশিষ্ট 'গ'	১৮-২০
১৯।	জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	পরিশিষ্ট 'ঘ'	২১

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি

ক. পটভূমি

১। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং অঙ্গীকার

বাংলাদেশের সংবিধান শিক্ষাকে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং রাষ্ট্রের উপর নিম্নোক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে :

'(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের আওতায় নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে এবং ২০০০ সালে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্রমান্বয়ে জাতীয় উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আসছে। তাছাড়া বাংলাদেশ "জাতিসংঘ নারী অধিকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ" এবং "জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ" এর মত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সনদসমূহে স্বাক্ষর প্রদানকারী রাষ্ট্র। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার অধিকারকে আরও অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। জনগণের আশা-আকাক্ষা অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২। মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিত

নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের অবক্ষয় - অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন এবং অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। সরকার জনসাধারণের, বিশেষত অনগ্রসর মানুষের সাক্ষরতা, দক্ষতা-প্রশিক্ষণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং একটি শিক্ষিত জনসমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, সবার জন্য শিক্ষা'র জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পসমূহে সরকারের অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। অংশীদারিত্ব সৃষ্টি, বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থার ভূমিকার উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে ২০০৩ সালের মে মাসে জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। জাতীয় টাস্ক ফোর্সকে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি পরামর্শক দল নিয়োগ করা হয়। এ পরামর্শক দল টাস্ক ফোর্সের ধারাবাহিক সভা এবং কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৪ সালের জুন মাসে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে। জাতীয় টাস্ক ফোর্সের আওতায় প্রণীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির রূপরেখাটিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পরিধি এবং সম্ভাব্য সুবিধাভোগী কারা হবে ইত্যাদি বিষয় বিধৃত হয়েছে। সংগঠন হিসেবে তৎকালীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়, যা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি প্রণয়নকালে একটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। দু'টি প্রতিবেদনই ২১ জুলাই ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত কর্মশালায় উপস্থাপিত ও পর্যালোচিত হয়।

৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি এবং সাংগঠনিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির প্রধান অংশসমূহ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির প্রধান অংশসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হলো :

৫। সংজ্ঞাসমূহ

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে পরিচালিত উদ্দেশ্যমূলক এবং পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত একটি শিখন-প্রক্রিয়া। এটি বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন পরিবেশের শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সময়, স্থান ও সাংগঠনিকভাবে শিথিল প্রক্রিয়ায় বিন্যস্ত এবং মৌলিক শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃত। এ শিখন-প্রক্রিয়া উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি শিক্ষায় প্রবেশাধিকার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করে। মৌলিক শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, অব্যাহত শিক্ষা প্রভৃতি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন ধাপের মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকতে পারে, অথবা এটি বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হতে পারে।

খ) সাক্ষরতা : সাক্ষরতা হচ্ছে পড়া, অনুধাবন করা, মৌখিকভাবে এবং লিখার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা, যোগাযোগ স্থাপন করা এবং গণনা করার দক্ষতা। এটি একটি ধারাবাহিক শিখন-প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজস্ব বলয় এবং বৃহত্তর সমাজের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতা ও জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

গ) অব্যাহত শিক্ষা : অব্যাহত শিক্ষা হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি এবং জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক শিক্ষার (সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা) বাইরে জীবনব্যাপী শিখন-প্রক্রিয়ার একটি সুযোগ।

৬। ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) ভিশন :

সাংবিধানিক অঙ্গীকার সমুন্নত রাখতে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজস্ব ক্ষমতাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করে পরিবার ও সম্প্রদায়ের কার্যকর সদস্যরূপে এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাদেরকে উৎপাদনক্ষম ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

খ) মিশন :

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, যুবক ও বয়স্কদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সাক্ষরতা, মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং যথাযথ ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে পর্যাপ্ত জ্ঞান, উৎপাদনমুখী দক্ষতা ও জীবনমুখী দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

গ) লক্ষ্য :

জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-২ (২০০৪-২০১৫) এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতার হার ৫০% ভাগে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে কমিউনিটি শিখন কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করে কার্যকর দক্ষতা-প্রশিক্ষণ, অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিখন প্রক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

ঘ) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ

শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক

i) সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও মানসম্মত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

ii) শিক্ষা এবং দক্ষতা-প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে আয়সৃজনী ও জীবনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্বনির্ভর, উৎপাদনশীল এবং ক্ষমতাবান নাগরিকে পরিণতকরণ;

iii) সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে পরিচালনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;

iv) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং

v) শিক্ষার্থী, স্থানীয় সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা এবং স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে একটি বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালিকানাবোধ সৃষ্টি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ও কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এবং জীবনব্যাপী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি।

৭। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকান্ডে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু ও যুবক-যুবতীদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে সকল ধরনের সুযোগবঞ্চিতদের যেমন : উপজাতীয়, দুর্গম (হাওর, চর ও উপকূলীয় এলাকাবাসী), দুঃস্থ (যেমন : পথশিশু, কর্মজীবী শিশু) এবং অন্য যে কোনভাবে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিশেষ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি নিম্নরূপ :

ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা;

খ) যে সকল শিশু বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিকল্প ধারার মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা;

গ) কিশোর-কিশোরী, ১৬-২৪ বছর এবং পঁচিশোর্ধ বয়সী যারা কখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নি অথবা ঝরে পড়েছে, উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি;

ঘ) সকল ধরনের অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি এবং

ঙ) উপানুষ্ঠানিক ধারায় বৃত্তিমূলক, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

৮। গুণগত মান নিশ্চিতকরণ :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে গুণগত মান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পেশাগত দক্ষতা ও কার্যকর বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এগুলো হচ্ছে :

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের জ্ঞানের পরিধি, দক্ষতা ও শিখন-চাহিদা নিরূপণ;

খ) যথাযথ পরিবীক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের অর্জিত দক্ষতা নিরূপণ;

গ) শিক্ষার্থীদের জন্য প্রমিত মূল্যায়নের উপায় ও পদ্ধতি প্রণয়ন;

ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স সমাপ্তকারীদের মূল ধারায় আনার ব্যবস্থা করণ;

ঙ) বিভিন্ন কোর্সের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় কারিকুলাম ও শিখন মডিউল প্রণয়ন;

চ) যে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব, সে সকল ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমমান প্রতিষ্ঠাকরণ;

ছ) শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

জ) কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য তৃতীয় একটি সংস্থা নিয়োজিতকরণ;

ঝ) কর্মসূচির লক্ষ্য সহজে বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের সংস্থান, অভ্যন্তরীণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি, যা শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে, তা চিহ্নিতকরণ এবং গুণগত মানের সূচক নির্ধারণ ও মূল্যায়ন এবং

ঞ) কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও দীর্ঘমেয়াদী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নির্ধারণ।

৯। অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় এবং সংযোগ স্থাপন :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা, বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা এবং বেসরকারি সংগঠন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে।